30-6-57

এম,পি
প্রোডাক্‌সন্স লিমিটেডের
নিবেদন

প্রত্যাবর্ত্তন

Rupdan

এম. পি. প্রোডাকসন্স লিমিটেডের
নিবেদন

প্রত্যাবর্ত্তন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **সুকুমার দাশগুপ্ত**

সঙ্গীত : **রবীন চট্টোপাধ্যায়** :: :: কাহিনী : **সলীল সেনগুপ্ত**

গীত-রচনা : **শৈলেন রায়**

চিত্র-গ্রহণ : বিজয় ঘোষ — শিল্প-নির্দ্দেশ : তারক বসু, সুধীর খান

শব্দ-ধারণ : সুনীল ঘোষ — রূপসজ্জা : বসির আমেদ

সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী — ব্যবস্থাপনা : তারক পাল

কর্ম্মসচিব : বিমল ঘোষ

সহকারীগণ :

পরিচালনায় বিভূতি চক্রবর্ত্তী, রমেন মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীতে—উমাপতি শীল

চিত্র-গ্রহণে—অমল দাস, বৈদ্যনাথ বসাক

শব্দ-ধারণে—ঋদ্ধি ভট্টাচার্য্য, ধীরেন কুণ্ডু

সম্পাদনায়—পঞ্চানন চন্দ্র, রঞ্জিৎ রায় রমেন ঘোষ

দৃশ্য-সজ্জায়—গোবিন্দ ঘোষ, জগবন্ধু সাউ, যোগেশ পাল, অমল বেরা

আলোক-নিয়ন্ত্রণে—সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, নন্দ মল্লিক, লালমোহন মুখোঃ

রূপ-সজ্জা - মুন্সীরাম, রমেশ দে

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত

চিত্র নির্ম্মাণে সহযোগিতার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন

কে, আর, লিঞ্চ এণ্ড কোং

পরিবেশক - ডি-ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

চরিত্র চিত্রণে

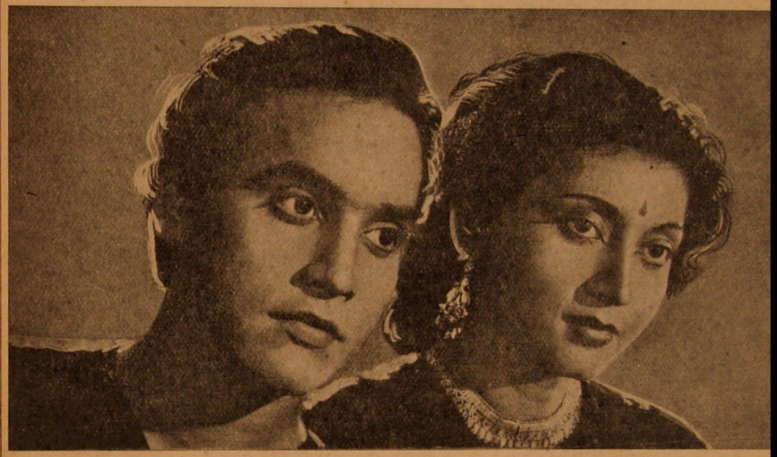

অসিতবরণ ★ দেবযানী

করবী গুপ্তা
পদ্মা দেবী
রেণুকা রায়
সুষমা মিত্র
রেখা চট্টোঃ

পাহাড়ী সান্যাল
জহর গাঙ্গুলী
হরিধন মুখোঃ
বিজয় বসু
চন্দ্রশেখর

মাঃ বিভু ভট্টাচার্য্য
মাঃ সুখেন্দু দাশ
গোকুল মুখোঃ
অজিত সেন
অজয় বন্দ্যোঃ
শচীন চট্টোঃ

নিশীথ সরকার
ডাঃ ললিত ঘোষ
ভবেশ মুখার্জ্জী
দেবেন ব্যানার্জ্জী
প্রভৃতি।

★

কাহিনী

সুদর্শন চৌধুরি রায় কোম্পানীর ব্রাঞ্চ আফিসের ক্যাশিয়ার। অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ। কিন্তু ছেলে শঙ্কর জেদী ব'লে তাঁকেও মাঝে মাঝে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। বিস্কুট আনতে ভুলে গেলে বলেন—দোকান বন্ধ। বন্ধুর বাড়ীর নাম করে থিয়েটার দেখে আসেন স্ত্রী সুষমাকে নিয়ে। এমনি আরও কতো কি। কিন্তু পাশের বাড়ীর ক্ষিতুর শয়তানী বুদ্ধির ফলে এই সব ছোট খাটো প্রতারণাগুলি শঙ্করের কাছে ধরা পড়ে যায়। তার শিশুমনে গভীর দাগ কাটে। বাবা যদি মিছে কথা বলেন—তবে তার বলতে আপত্তি কি? সেও মিথ্যে ব'লতে সুরু করে—শঠতার আশ্রয় নেয়।

সুদর্শন বাবু তো রেগে আগুন: তাঁরই ছেলে হ'য়ে ঐ এক রত্তি শঙ্কর মিথ্যে বলবে! সুষমা ব'ল্লেন, এর জন্য তাঁরাই দায়ী—তাঁরাই তো ওকে কতো ঠকিয়েছেন। সুদর্শন বাবু স্বীকার করেন না; ছেলের ভালোর জন্যেই সব সময় সত্য বলা চলে না।

সুষমা হাসপাতালে। শঙ্করের আনন্দ আর ধরে না—ক্ষিতুর মা ব'লেছে তার বোন হবে। তার ওপর সুদর্শন আগেই একটা প্যারামবুলেটর কিনে এনেছেন।

কিন্তু সুদর্শন সিক্ত বস্ত্রে একা ফিরলেন। বাপ হ'য়ে ছেলেকে সত্যি কথাটা ব'লতে পারলেন না। যেমন আর পাঁচজন বাপ মা করে থাকেন। কিন্তু এর ফল যে ভয়ানক তা একবারও ভেবে দেখলেন না। বললেন—মা, বোনটি পরে আসবে।

কিন্তু আসল কথাটা চাপা রইলো না। শঙ্কর জানতে পারলো তার মা নেই, বোনটিও আসবে না—তার বাপ সেদিন তাকে মিছে কথা বলেছিলেন।

বাবার প্রতি বিতৃষ্ণায় তার ছোট্ট বুকখানি ভরে উঠলো।

ভিন্ন আদর্শে ছেলে বড় হ'য়ে উঠলো। এমন কোনো জুয়াচুরি নেই যা শঙ্কর পারে না। একদিন সে তার নিজের মায়েরই গহনা সরিয়ে ফেললো।

সুদর্শন সে দিন তাকে বিতাড়িত করলেন। ভাবলেন যে বিষবৃক্ষের চারা তিনি রোপণ করেছিলেন—তা আজ উৎপাটিত হ'লো।

শঙ্কর পথে এসে দাঁড়ালো। আকস্মিকভাবে বন্ধুত্ব হ'লো স্বপনের সঙ্গে। দুজনের চেহারায় আশ্চর্য্য মিল। স্বপন ধনীর সন্তান—বিলেত যাচ্ছে কাজ শিখতে। ফিরে এসে রায় কোম্পানীর মালিক মিঃ রায়ের পৌত্রী মণীষাকে বিয়ে করবে, আর কোম্পানীর ভার গ্রহণ করবে। স্বপন যাবার আগে শঙ্করের হাতে নিজের সম্পত্তির দেখাশোনার ভার দিয়ে গেলো।

কিন্তু যখন ফিরে এলো তখন সে নিঃস্ব। শঙ্কর তার সমস্ত সম্পত্তি বেনামীতে কিনেছে। শঙ্কর ডাক্তার ইত্যাদি প্রস্তুত রেখেছিলো—স্বপন ফিরে আসা মাত্র তাকে পাগলের সার্টিফিকেট দিয়ে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিলো। আর যে তাকে চিনতো সে সুরমা, স্বপনের আশ্রিতা একটি মেয়ে। তাকে শঙ্কর গুম করে রাখলো। তার পথ নিষ্কণ্টক হ'লো।

গোঁফ কামিয়ে স্বপন সেজে শঙ্কর মনীষাকে বিয়ে করলো; মিঃ রায়ের মৃত্যুতে রায় কোম্পানীর কর্ত্তাও হ'লো। কিছু দিন বাদে তাদের একটি ছেলে হ'লো। ঠিক সেই সময়ে একদিন সংবাদ এলো—পাগলাগারদ থেকে স্বপন এবং তার আটকস্থান থেকে সুরমা, দুজনেই পালিয়েছে...

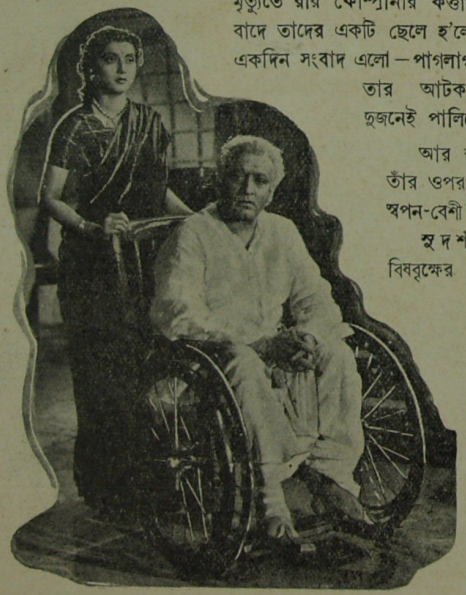

আর সুদর্শন বাবু জানলেন, তাঁর ওপরওয়ালা আর কেউ নয়, স্বপন-বেশী তাঁরই ছেলে শঙ্কর... সুদর্শন বাবু বুঝলেন বিষবৃক্ষের চারা সেদিন উৎপাটিত হয় নি—আজ সে মহামহীরুহে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু আজ সত্যনিষ্ঠ সুদর্শন কী ক'রবেন? পুত্র, পুত্রবধূ এবং পৌত্রের চরম সর্বনাশ করতে পারবেন কী?

সঙ্গীত

★ আমি তোমার মাঝে হারাতে মোরে চাই—
আমারে আমি তোমারে দিনু তাই।

সাগর বুকে আপন হারা
তটিনী কেন মিলায় ধারা,
কুসুম বলে মিছেই মধু—
ভ্রমর যদি নাই।
আমারে আমি তোমারে দিনু তাই॥

ফুলের মালা নাইবা নিলে
পরাণ নিয়ে যাও,
দেবার লাগি আমি যে কাঁদি—
নেবার তুমি নাও।

হিয়ার মাঝে যে সুধা প্রিয়
তোমারি তরে – পিও হে পিও,
এ হিয়া নাও সহজ সুখে
সহজে দিয়ে যাই।
আমারে আমি তোমারে দিনু তাই॥

★★ তোমার বিদায় ক্ষণে বসন্ত রে
জাগাব গানের সুরে পুষ্প রাগে—
অশ্রু এ নয় প্রিয়—মুক্তা ঝরে॥

আমার মনের রাঙা আবির দিয়ে
তোমার পথের ধূলি দিব রাঙ্গিয়ে—
বিরহের কেকা আজ নীরব রবে
রচিবে পথের বাণী কুহুস্বরে।

তোমার বিদায় বেলা বসন্ত রে
জাগাব গানের সুরে পুষ্প রাগে—
অশ্রু এ নয় প্রিয় – মুক্তা ঝরে॥

আমার মনের বন বিহঙ্গ রে
তোমার চপল পাখা উতলা আজি—
স্বপনে খুঁজিতে চায় নূতন ভোরে।

আকাশে জ্বলিবে তব যে ধ্রুবতারা
আমার গগনে সে যে জাগাবে সাড়া—
নিরালা রাতের চাঁদ আমার ও নভে
আভাসে জানাবে কিছু সোহাগ ভরে।

তোমার বিদায় ক্ষণে বসন্ত রে
জাগাব গানের সুরে পুষ্প রাগে—
অশ্রু এ নয় প্রিয়—মুক্তা ঝরে॥

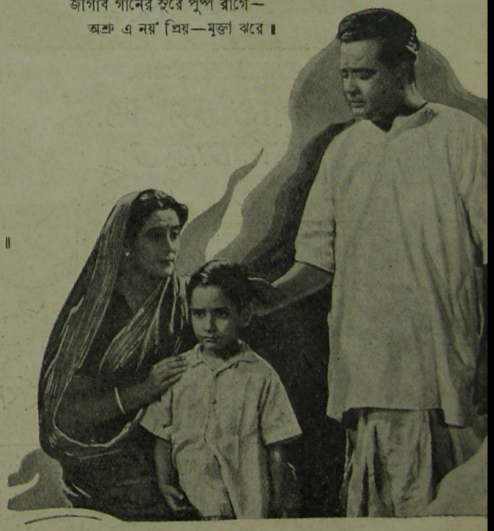

এম.পি
প্রোডাকসন্স লিঃর
আগামী চিত্রার্ঘ্য
★
সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
জনপ্রিয় উপন্যাস

ঝামেলা

পরিচালনা
অগ্রদূত

পশুপতি চ্যাটার্জ্জী
পরিচালিত

নষ্ট নীড়

শ্রেষ্ঠাংশে
সুনন্দা দেবী
করবী গুপ্তা
উত্তম কুমার
কমল মিত্র

কাহিনীঃ শশীশেখর শর্ম্মা   সুরঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়

পরবর্ত্তী আকর্ষণ !

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রী
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ (১এ, টেগোর ক্যাশল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) হইতে মুদ্রিত।

মীরা মুখোপাধ্যায়
মুখোপাধ্যায়
অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০